AQA

Please write clearly in block capitals.

Centre number | | | | | | Candidate number | | | | |

Surname _____

Forename(s) _____

Candidate signature _____

I declare this is my own work.

A-level
BENGALI

Paper 1 Reading and Writing

Time allowed: 2 hours 30 minutes

Instructions
- Use black ink or black ball-point pen.
- Fill in the boxes at the top of this page.
- Answer **all** questions in Section A and **one** question in Section B.
- You must answer the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around each page or on blank pages.
- If you need extra space for your answer(s), use the lined pages at the end of this book. Write the question number against your answer(s).
- Do all rough work in this book. Cross through any work you do not want to be marked.

Information
- The marks for questions are shown in brackets.
- The maximum mark for this paper is 85.
- You must **not** use a dictionary.
- You should note that the quality of your written language in both Bengali and English will be taken into account when marks are awarded.
- In the summary question you should write no more than 90 words. You should write in full sentences, using your own words as far as possible.
- This paper is divided into two sections:
  Section A Reading and Translation 45 marks
  Section B Writing (Research Project) 40 marks

Advice
- You are advised to allocate your time as follows:
  Reading and Translation 1 hour 15 minutes approximately
  Writing (Research Project) 1 hour 15 minutes approximately

For Examiner's Use	
Question	Mark
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
TOTAL	

Do not write outside the box

Section A

Reading and Translation

Answer **all** questions in the spaces provided.

0 1 **পথের পাঁচালী**

একটি বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী" গল্পটির অংশবিশেষ তুমি পড়ছো।

সন্ধ্যের কিছুক্ষণ আগে ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে। সর্বজয়া বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে অস্থির হলেন। সেই ঝড়ের আগে তাঁর ছেলেমেয়ে অপু আর দুর্গা আম কুড়ানোর জন্য বেরিয়েছে। তখনো ফেরেনি – কোথায় গেলো ওরা? অবশেষে চিন্তিত হয়ে তিনি বাড়ির ভেতরে গেলেন।

হঠাৎ সদর দরজা ঠেলে আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে আগে একটা নারকেল হাতে এবং পেছনে অপু একটা নারকেলের ডাল টেনে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়ের কাছে গিয়ে বললেন, "ওমা, ভিজে যে একেবারে পান্তাভাত হয়েছিস! কোথায় ছিলি বৃষ্টির সময়? আর নারকেলই বা কোথায় পেলি?" অপু ও দুর্গা দুজনেই চাপা গলায় বললো, "জেঠিমাদের বাগানের বেড়ার ধারের নারকেল গাছটার তলায় ওটা পড়েছিলো। তাছাড়া তলায় পড়ে থাকা এই নারকেলের ডালটাও নিয়ে এলাম। মা, এটা দিয়ে তুমি ঝাড়ু বানাতে পারবে।"

অপু অনুযোগের সুরে বললো, "মা, তুমি শুধু বলো নারকেল নেই! এইতো হলো নারকেল। এবার কিন্তু নাড়ু না বানালে আমি ছাড়বো না।" সর্বজয়া ওদেরকে ভিজে কাপড় ছাড়ার জন্য তাড়া দিলেন।

খানিক পরে সর্বজয়া কুয়ার জল তুলতে মুখুজ্যের বাড়ি গেলেন। দরজা পর্যন্ত যেতেই তিনি শুনতে পেলেন দুর্গার জেঠিমা বাড়ির মধ্যে চিৎকার করে বলছেন, "ওমা, এতো বড়ো নারকেলটা নিয়ে দুষ্টুগুলো একেবারে দৌড়! ভর সন্ধ্যেবেলা বলছি এতো শত্রুতা ওদের সইবে না।"

বালতি আর ঘড়া কাঁধে নিয়ে ভীত সর্বজয়া বাড়ির দিকে ফেরার সময় ভাবলেন, ওঁদের নারকেলটা ফেরত দিলে তো আর গালাগাল তাঁর ছেলেমেয়েদের গায়ে লাগবে না! বাড়িতে পা দিয়েই তিনি মেয়েকে বললেন, "যা দুর্গা নারকেলটা তোর জেঠিমাকে এক্ষুণি দিয়ে আয় আর বলবি ওটা কুড়িয়ে পেয়েছিলি তাই--।" অপু আর দুর্গা অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

Do not write outside the box

প্রশ্নগুলোর উত্তর **বাংলায়** লেখো । তোমার উত্তরগুলো সবসময় সম্পূর্ণ বাক্যে না লিখে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবে ।

0 1 . 1 সর্বজয়া কোথায় অপেক্ষা করছিলেন?

[1 mark]

0 1 . 2 সর্বজয়া অস্থির হচ্ছিলেন কেন?

[1 mark]

0 1 . 3 বাড়ি ফেরার সময় অপু আর দুর্গার হাতে কী ছিলো? ওগুলো ওরা কোথা থেকে পেলো?

[2 marks]

0 1 . 4 জিনিসগুলো বাড়িতে আনার কারণ কী কী? (**দুটি** বিষয় লেখো)

[2 marks]

0 1 . 5 মুখুজ্যে বাড়ির দরজায় যাওয়া মাত্র সর্বজয়া ভয় পেলেন কেন?

[1 mark]

0 1 . 6 মুখুজ্যে গিন্নীর অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য সর্বজয়া কী করলেন?

[1 mark]

8

Do not write outside the box

0 2 **সর্বজনীন সাক্ষরতা**

বাংলাদেশের সর্বজনীন সাক্ষরতা সম্বন্ধে একজন শিক্ষাবিদের সাথে একটি সাক্ষাৎকার তুমি ব্লগে পড়ছো।

বাংলাদেশের সর্বজনীন সাক্ষরতা নিয়ে পত্রিকা সম্পাদিকা মৌসুমীর কাছে মতপ্রকাশ করলেন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ জাহিদ সাহেব।

মৌসুমী: "আচ্ছা জাহিদ সাহেব, সর্বজনীন সাক্ষরতা বলতে আপনি কী মনে করেন?"

জাহিদ: "আমি মনে করি, শুধুমাত্র নাম সই করতে পারলেই একজন মানুষকে সাক্ষর বলে না, বরং সে যদি লিখতে, পড়তে এবং মৌলিক অঙ্ক কষতে পারে তবেই তাকে সাক্ষর বলা যেতে পারে।"

মৌসুমী: "বাংলাদেশে সাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য শুরুতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিলো?"

জাহিদ: "দেশের স্বাধীনতার ঠিক পরেই যখন দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬.৮ শতাংশ, ঢাকার অদূরের একটি গ্রামের একদল তরুণ গ্রামবাসীদের সাক্ষর করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। তিন মাস ধরে এসব তরুণদের লাগাতার প্রচেষ্টার পর সকল গ্রামবাসী তাদের নাম সই করতে সক্ষম হয়েছিল। এই আন্দোলনের চেতনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে আমরা অনেক আগেই ১০০ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জন করতে পারতাম।"

মৌসুমী: "আচ্ছা, বর্তমানে বাংলাদেশে সাক্ষরতার অবস্থা কী বলে আপনার মনে হয়?"

জাহিদ: "২০১৮ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুসারে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী লোকজনের সাক্ষরতার হার ৭৩.৯ শতাংশ। এর মানে হচ্ছে যে দেশের প্রায় ২৬ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক এখনো নিরক্ষর। আশা করেছিলাম ২০১৪ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার ১০০ শতাংশ অর্জন করবে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। এর পেছনে কিছু কারণ যেমন অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও যথাযথ পরিকল্পনার অভাব ইত্যাদি থাকলেও আমার মতে, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার জন্য সরকারী উদ্যোগের অভাব, শিক্ষা প্রকল্পে অব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার অদক্ষতা, এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা, আমাদের সাক্ষরতার হারের ধীর গতির জন্য দায়ী।"

মৌসুমী: "তাহলে, এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকার কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে?"

জাহিদ: "আমরা অবশ্যই সাক্ষরতা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে এলেও এখনো কিছু বাধা আছে যা কাটিয়ে ওঠা প্রয়োজন। সরকারের সাক্ষরতা ভিত্তিক কর্মসূচী প্রকল্প ভিত্তিক নয় বরং দীর্ঘমেয়াদী হওয়া উচিত। পুরোপুরি দাতা তহবিলের উপর নির্ভর না করে, সরকারের নিজস্ব তহবিল দ্বারা এই ধরনের কর্মসূচী পরিচালিত হওয়া উচিত। তবে সরকারের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে শুধুমাত্র শিক্ষার জন্য একটি বর্ধিত বাজেট তৈরি করা, প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতা প্রকল্পের অব্যবস্থাপনা দূর করা ও অর্থ অপচয় বন্ধ করা।"

Do not write outside the box

বাংলাদেশের সর্বজনীন সাক্ষরতা:

সাক্ষাৎকারটি পড়ে যা বুঝেছো সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করে সম্পূর্ণ বাক্যে **বাংলায়** প্রায় **৯০** শব্দে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

শিক্ষাবিদের মতে:

- যে পর্যায়ে একজন মানুষকে সাক্ষর বলা যেতে পারে (**দুটি** বিষয়) **[2 marks]**
- শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনে অসফল হওয়ার কারণ (**তিনটি** কারণ) **[3 marks]**
- সর্বজনীন সাক্ষরতা অর্জনে সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ (**দুটি** বিষয়) **[2 marks]**

মনে রেখো! সুন্দর ভাষা ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত ৫ নম্বর রয়েছে। **[5 marks]**

কাজেই যথাসম্ভব তোমার নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করবে।

Do not write outside the box

12

Do not write outside the box

Turn over for the next question

DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Do not write outside the box

0 3 **বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী**

তুমি বাংলা ওয়েবসাইটের ব্লগে বাংলা চলচ্চিত্রের একজন অভিনেত্রী সম্পর্কে পড়ছো।

বাংলা চলচ্চিত্রে গৌরবময় সময়ের ব্যস্ততম অভিনেত্রী কবিতা তাঁর অভিনয় জীবনের সোনালি অতীত এবং চলচ্চিত্রের বর্তমানসহ একান্ত কিছু তথ্য নিয়ে আলোচনা করলেন তাঁর এক ভক্তের সঙ্গে।

ভক্ত: অভিনয় জগতে আপনি কবে, কীভাবে এলেন এবং কী অর্জন করেছেন?
কবিতা: সাত বছর বয়সে শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয়ে আমার সূচনা তবে 'চাঁদনী' ছবিতে নায়িকা হিসেবে আমার আবির্ভাব। অভিনয় করেছি প্রায় তিনশো চলচ্চিত্রে। নয়বার পেয়েছি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। একবার পেয়েছি প্রযোজক হিসেবে। ২০১৭ সালে আমাকে দেওয়া হয় আজীবন সম্মাননা।

ভক্ত: প্রায় ২৫ বছর হলো চলচ্চিত্র থেকে দূরে আছেন। কীভাবে আপনার সময় কাটে?
কবিতা: এখন আমি একজন পুরোপুরি সাংসারিক মানুষ। তবে মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজন, সিনেমার মানুষজনদের সঙ্গে দেখা হলে পুরনো সেই দিনগুলোতে চলে যাই। সময়টা বেশ ভালোই কাটে। টেলিভিশনে যখন নিজের অভিনীত পুরনো ছবিগুলো দেখি তখন অবশ্য কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। অভিনয়গুণে দেশের মানুষের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। এখনো আমাকে দেখে ভক্তদের চোখে মুখে যে আনন্দ ও তৃপ্তির ছাপ থাকে সেটা ভাষায় বোঝাতে পারবো না।

ভক্ত: আপনার সমসাময়িক দর্শকপ্রিয় অন্যান্য নায়িকাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিলো?
কবিতা: তখন জনপ্রিয় অন্যান্য নায়িকাদের সাথে কাজের প্রতিযোগিতা থাকলেও আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিলো। নিজেদের অবস্থান থেকে সবাই ভালো কাজ উপহার দেওয়ার চেষ্টা করতাম।

ভক্ত: এখনকার চলচ্চিত্র অঙ্গন সম্বন্ধে আপনার মতামত কী?
কবিতা: বর্তমানে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের মান নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলছে। উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণ না হওয়ার কারণে ও দর্শক-শ্রোতার অভাবে দেশের অনেক সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেছে। দক্ষ নির্মাতা, কলা-কুশলী যে নেই তা নয়, তবে এদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সাহায্যদানে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

নিচের প্রতিটি বাক্যের পাশের বাক্সে লেখো:

স = সত্য
মি = মিথ্যা
? = উল্লেখ নেই

Do not write outside the box

0 3 . 1 বাংলা চলচ্চিত্রের বর্তমান সময়ের নামকরা অভিনেত্রী হলেন কবিতা।

[1 mark]

0 3 . 2 দুই হাজার সতেরো সালে চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য কবিতাকে সম্মানিত করা হয়।

[1 mark]

0 3 . 3 পরিবারের সাথে সময় কাটানোর জন্য কবিতা সিনেমা দেখতে যান।

[1 mark]

0 3 . 4 টেলিভিশনে নিজের পুরনো ছবিগুলো দেখলে কবিতা অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়েন।

[1 mark]

0 3 . 5 সমসাময়িক অন্যান্য জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের সাথে কবিতার সম্পর্ক ভালো ছিলো না।

[1 mark]

0 3 . 6 মানসম্মত ছবির অভাব ও দর্শকের অনুপস্থিতির কারণে বাংলাদেশের সিনেমা হলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।

[1 mark]

0 3 . 7 দক্ষ নির্মাতা ও কলা-কুশলী প্রশিক্ষণে বর্তমান প্রজন্মকে উদ্যোগ নিতে হবে।

[1 mark]

7

Do not write outside the box

0 4 **বাড়িতে অফিসের কাজ**

বাংলা সংবাদপত্রের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বাড়িতে অফিসের কাজ সম্বন্ধে এই লেখাটি তুমি পড়ছো।

আজকাল ঘর থেকে কাজ করা খুব জনপ্রিয় হয়েছে। প্রযুক্তির প্রসারের কারণে বেশিরভাগ লোকজনের কাছে ঘরে বসে অফিসের কাজ করা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠছে। "মাইক্রোসফট টিমস" এর মতো বেশ কিছু অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঘরে বসেই লোকজন অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে অনলাইন মিটিং, চ্যাটিং ও ফাইল শেয়ারিং-এ সহায়তা পাচ্ছে।

ঘরে বসে কাজ করলে ফাইল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হারাবার ভয় থাকে না। প্রতিদিন অফিসের পোশাক পরার ঝামেলা এড়াতে বাড়িতেই আরামদায়ক কাপড় পরে কাজ করতে অনেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তবে সবচাইতে বড়ো সুবিধা হলো কাজের সময়সীমা না থাকায় ঘরের প্রয়োজনীয় কাজ করেও অফিসের কাজগুলো স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন করা যায়। এতে কাজের ওপর ভালো প্রভাব পড়ে। বাড়িতে অফিসের কাজ করলে পুরুষরাও ঘর সামলানো ও বাচ্চার দেখাশোনায় অনেক বেশি সময় দিতে পারে। তাছাড়া অফিসে তাদের যাতায়াতের খরচ বেঁচে যায় এবং প্রতিদিনকার দীর্ঘ যানজটের দুর্ভোগ পোহাতে হয় না।

ঘরে বসে কাজ করার অসুবিধাও কিছু আছে। সব কাজ ঘরে বসে করা যায় না। কাজের সময় কোনো সমস্যা হলে তৎক্ষণাৎ কোনো সহকর্মীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সেটার সমাধান করা যায় না। অবশ্য সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা হলো, যাদের বাড়িতে শিশু রয়েছে কাজের সময় তাদের দিকে মনোযোগ দিতে হয় বলে অনেক সময় কাজে বিঘ্ন ঘটে। তাছাড়া ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যাদি হলে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মিটিং বা সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়। এতে তাদের কাজের অনেক ক্ষতি হয়।

তাই অভিজ্ঞজনেরা মনে করেন অফিসে না গিয়ে ঘরে বসে কাজ করা এখন নিয়মিত হয়ে যাবে। পরিবার পরিজনসহ ঘরে থেকে কাজ করলে মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ অনেক কম থাকে। তবে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাড়িতে বসে কাজের একটা সময়সূচী করা উচিত। ঘরের কাজ ও অফিসের কাজের মধ্যে একটা সমন্বয় আনতে হবে যাতে ঘরের কাজের জন্য অফিসের কাজে ক্ষতি না হয়।

Do not write outside the box

প্রশ্নগুলোর উত্তর **বাংলায়** লেখো। তোমার উত্তরগুলো সবসময় সম্পূর্ণ বাক্যে না লিখে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবে।

0 4 . 1 এখন বাড়িতে বসে অফিসের কাজ করা জনপ্রিয় হচ্ছে **কেন? কীভাবে?**

[2 marks]

0 4 . 2 বাড়িতে কাজ করার **প্রধান** সুবিধাগুলো কী কী? (**দুটি** বিষয় লেখো।)

[2 marks]

0 4 . 3 বাড়িতে কাজ করার **প্রধান** অসুবিধাগুলো কী কী? (**দুটি** বিষয় লেখো।)

[2 marks]

0 4 . 4 বিজ্ঞজনদের মতে, বাড়িতে বসে কাজ করার জন্য কোন কোন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার (**দুটি** বিষয় লেখো।)

[2 marks]

8

Do not write outside the box

0 5 **Students' protest**

Read this passage from a Bengali website. Translate the passage into **English**.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থীর ওপর হামলা করা হয়েছে। এর প্রতিবাদ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী গত সপ্তাহে ক্যাম্পাসে একটি মানববন্ধন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ সভায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কর্মীসহ প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী যোগ দিয়েছিলো। বক্তারা ছাত্রদের ওপর যারা হামলা করেছে তাদের তাৎক্ষণিক গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানান। তারা আরও চেয়েছিলেন যে কর্তৃপক্ষ যেন শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি জরুরি হেল্পলাইন চালু করেন। মানববন্ধনকে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের একজন প্রাক্তন সদস্য বললেন, "এটা দুঃখের বিষয় যে অন্যায় কাজকর্মের প্রতিবাদ করার জন্য আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করা হচ্ছে।"

[10 marks]

Do not write outside the box

END OF SECTION A

10

Do not write outside the box

There are no questions printed on this page

DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Do not write outside the box

Section B

Writing (Research Project)

Answer the question on the research topic you have studied. You must answer on **one** research topic only.

Either

0 6 **The role of women in Bengali society**

or

0 7 **Child labour in Bengali society**

or

0 8 **Tourism in Bengali-speaking countries**

or

0 9 **Emergence of Bangladesh**

For each research topic there is a reading passage and an essay title.

Using the information from the reading passage and linking this information to your own research, write an essay in **Bengali** of approximately **300 words**.

The marks are allocated as follows:

10 marks for comprehension of the reading passage
10 marks for quality of language
20 marks for cultural knowledge.

Total: 40 marks

Turn over for Question 6

Do not write outside the box

0 6 **The role of women in Bengali society**

বাংলাদেশে নারীদের অবস্থান

নারীদের অবস্থান প্রায়ই তাঁদের আইনি অধিকার, শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, ক্ষমতায়ন, বিয়ের বয়স, স্বাস্থ্য এবং সেইসাথে তাঁরা তাঁদের পরিবার ও সমাজে যে ভূমিকা পালন করেন সেগুলির অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়। নারীর মর্যাদা পুরুষশাসিত সমাজের নিরিখে নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজে সামাজিক বৈষম্যের এটা একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিচ্ছবি।

গত এক দশক ধরে মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাতে তাঁরা সন্তান জন্মদান এবং তাঁদের জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলো সম্পর্কে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অনেক এনজিও নারীর বিকাশ এবং সফল পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। ১৯৮০ এর দশকে নারীর পদমর্যাদা ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের জীবন যাপনের ওপর আরও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন।

তবে পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষের অধীনস্থ থাকেন। বেশিরভাগ মহিলার জীবন তাঁদের চলমান ভূমিকাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় এবং তাঁদের পরিষেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এমনকি সরকারি দফতরে চাকরীর সুযোগও সীমিত থাকে। মহিলারা এখনও অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের উপার্জনের চেয়ে কম উপার্জন করেন এবং অধিকাংশই স্বল্প বেতনের চাকরীতে নিযুক্ত হন। যোগ্যতা থাকা সত্বেও প্রায়ই আয়-ব্যয় খাতের ব্যবস্থাপনা ও সহজে কর্মকর্তা হওয়ার সুযোগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা বাস্তবায়নেও তাঁদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে।

বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশের নারীদের মর্যাদায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। ১৯৭১ সালে দেশটির স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশি মহিলারা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছেন। এই অঞ্চলে নারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, উন্নততর চাকরীর সম্ভাবনা, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করেছেন এবং সর্বশেষ চার দশকে বাংলাদেশ বিভিন্ন নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করে তাঁদের অধিকার সুসংহত করেছেন।

আইনি বিষয়গুলোতে বাংলাদেশে একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও রাজনৈতিকক্ষেত্রে মহিলারা তুলনামূলকভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৮৮ সাল থেকে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীরা হলেন নারী। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, সংসদ স্পিকার এবং বিরোধীদলীয় নেত্রীও হলেন নারী।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে **বাংলায়** প্রায় **৩০০** শব্দে একটি রচনা লেখো।

"স্বাধীনতালাভের পর বাংলাদেশের মহিলাদের অধিকারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে।" এই উক্তিটির সাথে তুমি কতোখানি একমত? যুক্তি সহকারে পর্যালোচনা করো।

[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

40

Turn over ▶

Do not write outside the box

0 7 **Child labour in Bengali society**

বাংলাদেশে শিশুশ্রম পরিস্থিতি

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রম প্রচলিত রয়েছে। শৈশবকালে যখন শিশুদের বই, কাগজপত্র, পেন্সিল নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা, তখন অনেক ছেলেমেয়েকে তাদের পারিবারিক জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করতে হয়। একজন দরিদ্র বাবা যখন অসহনীয় দারিদ্র্যের চাপে পড়েন, তাঁর পরিবারের অনেকেই হোটেল-রেস্তোরাঁ, কারখানা এবং গৃহকর্মী শ্রমিক হিসাবে তাদের শ্রম বিক্রি শুরু করে। এছাড়াও শিশুরা বাজারে বোঝা বহন, ভিক্ষা, রিকশা চালানো, ঠেলাগাড়ি ঠেলা, ইত্যাদি করতে বাধ্য হয়। অন্যান্য শিশুদের মতো গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের অনেকেই শিকড়হীন ও নিঃস্ব হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের শিশুশ্রমের প্রধান কারণ হলো অর্থনৈতিক দারিদ্র্য। দারিদ্র্য পীড়িত পরিবার শিক্ষার ব্যয় বহন করতে পারে না কারণ তারা দরিদ্র এবং কষ্টে তাদের দিন কাটে। সুতরাং, বাবা-মা বা অভিভাবকরা তাদের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে চান না। সুবিধাবঞ্চিত এসব শিশুরা স্কুল থেকে বাদ পড়ে বিভিন্ন পেশায় জড়িত হয়। চাকরীর সন্ধানে দরিদ্র শিশুরা গ্রাম থেকে শহরের দিকে ধাবিত হয়। ব্যাপক বেকারত্ব, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, ও সম্পদের ঘাটতি হলো গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের মূল কারণ। নদীর তীর ভাঙন, বন্যা, খরা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, এবং ভূমিকম্প ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ শিশুদের শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত হওয়ার ঝুঁকির দিকে নিয়ে যায়। এসব শিশুদের আর্থ-সামাজিক প্রতিকূলতাও বাংলাদেশের শিশুশ্রম পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে। পরিবারে উপার্জনক্ষম কেউ মারা গেলে তাঁদের ছেলেমেয়েরা বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে এবং নানান সমস্যার মুখোমুখি হয়। বৃহদাকারের পরিবারও একটা বড়ো সমস্যা। দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারগুলো সাধারণত পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণে কম আগ্রহ দেখানোর ফলে এসব পরিবার একেকটি বড়ো পরিবারে পরিণত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রম নির্মূল করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম বিভাগ, কারখানা ও স্থাপনা পরিদর্শন অধিদপ্তর, অন্যান্য সরকারী সংস্থা এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় যে প্রকল্পগুলো শুরু হয়েছে, সেগুলোও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে **বাংলায়** প্রায় **৩০০** শব্দে একটি রচনা লেখো।

বাংলাদেশের শিশুশ্রমের বর্তমান অবস্থা এবং এর নিরসনে সরকারের ভূমিকা কী তা বিশ্লেষণ করো।
[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

40

Turn over ▶

Do not write outside the box

0 8 **Tourism in Bengali-speaking countries**

সুস্বাদু খাবারের পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলো ইতোমধ্যে পশ্চিমা বিশ্বে অনেক খ্যাতি পেয়েছে। অনেক বিশ্ব বিখ্যাত শেফদের পাশাপাশি বাংলাদেশি বাবুর্চিরাও তাদের দক্ষতার কারণে শীর্ষতালিকায় স্থান পেয়েছে। অতএব, আমরা গর্বের সাথে দাবি করতে পারি যে বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলো বিশ্বের সর্বাধিক সুস্বাদু খাবারের তালিকায় রয়েছে। অনাদিকাল থেকে, বাংলার এই অংশটি বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রীর প্রাপ্যতার কারণে বাঙালি খাবারে বৈচিত্র্য আনতে সহায়তা করেছিলো। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এবং একটি ভালো ভৌগোলিক অবস্থান ভারতীয় উপমহাদেশের এই অংশে বিশ্বের দূর-দূরান্ত থেকে বহু ভ্রমণকারীকে আকর্ষণ করে। ভাত এবং মাছ আমাদের প্রধান খাদ্য। বাংলাদেশি মিঠা-পানির মাছ, যা দেশের সুস্বাদু খাবারে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাই বাংলাদেশিদের 'মাছে-ভাতে বাঙালি' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

সৌভাগ্যক্রমে, বিশ্ব পর্যটন সংস্থার বিশেষজ্ঞরা সর্বশেষ গবেষণায় বলেছেন, বাংলাদেশ একটি আদর্শ বা সুস্বাদু খাবারের গন্তব্যও হতে পারে। ইতিহাস বলে যে প্রাচীন বাঙালি খাবারে ভাত, মাছ, মধু, দুধ এবং শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এই অঞ্চলটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দিকের হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজ্য এবং পরবর্তীকালে মুসলিম সুলতানদের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক ঘাঁটি ছিলো। তখনই মোঘল সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে মোঘল বাংলায় মোঘলাই খাবারের বিকাশ ঘটে। এই বিকাশ বাঙালি খাবারকে প্রভাবিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। ব্রিটিশ শাসনকালে এই অঞ্চলে ইউরোপীয় রান্নার প্রচার ও প্রসার হয়। একই সময়ে কলকাতাও বহু বাঙালি খাবারকে প্রভাবিত করেছিলো।

এসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আধুনিক বাঙালির অনন্য রন্ধনশৈলীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো। যারা এসব রান্নাবান্নার ও সুস্বাদু খাবারের স্বাদ নিতে চান সেসব বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য বাঙালিরা আগ্রহ তৈরি করতে পারে। বর্তমানে ইউরোপীয় পর্যটকদের অনেকেই এসব সুস্বাদু মশলাদার খাবারের স্বাদ নিতে ঝুঁকছেন। তাই আমরা ইউরোপীয় দেশগুলিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুস্বাদু খাবারের গন্তব্য হিসাবে বাংলাদেশের প্রচার করতে পারি।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে **বাংলায়** প্রায় **৩০০** শব্দে একটি রচনা লেখো।

সুস্বাদু খাবারের পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশে প্রচারের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেটা কি যথেষ্ট? মতামত সহকারে তার মূল্যায়ন করো।

[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

40

Turn over ▶

Do not write outside the box

0 9 **Emergence of Bangladesh**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার সময় পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুটি শাখা সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক এবং ভাষার কারণে বিভক্ত হয়। ১৯৪৮ সালে, তৎকালীন পাকিস্তান সরকার উর্দুকে একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসাবে ঘোষণা দেয়। এতে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিবাদের জন্ম নেয়। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্তেজনা ও জনগণের অসন্তোষের মুখোমুখি হয়ে সরকার জনসভা ও সমাবেশকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীরা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভের আয়োজন করে। এইদিন পুলিশ কতিপয় ছাত্রসহ বিক্ষোভকারীদের হত্যা করলে এই আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। অবশেষে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সনের ৭ই মে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

পূর্ব পাকিস্তানের অনেক বাঙালিদের মাঝে ভাষা আন্দোলন যে কেবল জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করে তা নয়, তাদের সাংস্কৃতিক ও জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাভাষার স্বীকৃতি প্রায় সত্তর বছর আগে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিচয়ের ভিত্তি দৃঢ় করে। ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এই আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা। শেষ পর্যন্ত একাত্তরে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ভাষা আন্দোলনের শহীদদের সর্বোচ্চ ত্যাগ একটি জাতি হিসাবে আত্মচেতনা এবং মর্যাদা বজায় রাখার অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে ওঠে। ২১শে ফেব্রুয়ারি এমন এক যুগের পটভূমি ছিলো যে এটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়ে অমর হয়ে গেছে। ১৯৭১ সালের পরে আজও একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব-ব্যাপী নিপীড়ন, অবিচার, বৈষম্য এবং নাগরিক অধিকারকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক মুক্তির আন্দোলনের পথনির্দেশক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৯ সালে, বাংলাদেশের উদ্যোগে, ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে ভাষা সংরক্ষণ, লালন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে **বাংলায়** প্রায় **৩০০** শব্দে একটি রচনা লেখো।

"আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" বাঙালি জাতির পরিচয় বহনে কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ? তোমার অভিমত দিয়ে পর্যালোচনা করো।

[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

END OF QUESTIONS

40

Do not write outside the box

There are no questions printed on this page

DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Do not write outside the box

Question number	**Additional page, if required.** **Write the question numbers in the left-hand margin.**

Do not write outside the box

Question number	**Additional page, if required.** **Write the question numbers in the left-hand margin.**

Do not write outside the box

Question number	**Additional page, if required.** **Write the question numbers in the left-hand margin.**

Do not write outside the box

There are no questions printed on this page

DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Copyright information

For confidentiality purposes, all acknowledgements of third-party copyright material are published in a separate booklet. This booklet is published after each live examination series and is available for free download from www.aqa.org.uk.

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright-holders may have been unsuccessful and AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements. If you have any queries please contact the Copyright Team.

Copyright © 2022 AQA and its licensors. All rights reserved.